গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯

আইন অধিশাখা

জুন, ২০১৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি অংশ হলো ভবদহ অঞ্চল, জোয়ারবাহিত পলি দ্বারা এ অঞ্চলের ভূমি গঠিত। নদী-নালা-খাল এ অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভৈরবের প্রবাহে প্লাবিত ভূমির অংশ হলো কপোতাক্ষ ও ভৈরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এ অঞ্চলের উজান ও ভাটি দ্বারা বিভক্ত অংশের মধ্যবর্তী অঞ্চল হলো ভবদহ জলাবদ্ধ অঞ্চল। যশোর জেলার অভয়নগর, কেশবপুর, মণিরামপুর এবং খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার অংশ বিশেষ জলাবদ্ধতার শিকার।

ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কারণ। এ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আশুকরণীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫/১১/২০১৬ তারিখ মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় তার মধ্যে মৎস্যঘের স্থাপনের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়সহ কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সরেজমিন ভবদহ এলাকা পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধি এবং অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করে একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করে। এ খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা ও মাঠ প্রশাসন হতে মতামত গ্রহণ করা হয় এবং একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত মতামত ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সুপারিশের আলোকে 'ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯' প্রস্তুত করা হয়।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ মোতাবেক নীতিমালার অধীন তিনি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। ঘের নিবন্ধন ও উহার শর্তাবলি, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিকল্পিতভাবে মৎস্যঘের স্থাপনের কৌশল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত আছে। ঘের এলাকায় সমন্বিত কৃষি-মৎস্য উৎপাদনকৌশল, সরকারি খাল/নদী/জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার এবং খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ কৌশল ও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও উল্লেখ আছে।

নীতিমালাটির যথাযথ বাস্তবায়নে ঘেরমালিক, কৃষক, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকলে ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
নীতিমালার উদ্দেশ্য	২
নীতিমালার প্রযোজ্যতা	২
ঘের নিবন্ধন (Registration)	৩
জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিকল্পিতভাবে মৎস্যঘের স্থাপনের কৌশল	৩
চিংড়ি ও স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদনকৌশল	৪
ঘের এলাকার সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষকৌশল	৫
সরকারি খাল, নদী ও জমি অবৈধ দখল হইতে উদ্ধারকৌশল	৫
ভবদহ এলাকার খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ কৌশল	৫
ভবদহ এলাকার মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি, যশোর/খুলনা (স্ব স্ব জেলার জন্য প্রযোজ্য)	৭
উপজেলা মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া) (স্ব স্ব উপজেলার জন্য প্রযোজ্য)	৮
ঘের নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম	৯
ঘের নিবন্ধন (Registration) নবায়নের আবেদন ফর্ম	১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার মুক্তেশ্বরী, টেকাহরি ও আপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী দ্বারা বেষ্টিত এলাকা 'ভবদহ' নামে পরিচিত। এই এলাকায় ২৭টি বিল রহিয়াছে। বৃষ্টির পানি এবং উজানের বাহিত পানি নদী ও সংযুক্ত খালের মাধ্যমে ভাটিতে নিষ্কাশিত হয়। সমুদ্রের নোনা পানি প্রতিরোধে ও কৃষিযোগ্য মিঠাপানি ধরিয়া রাখিবার জন্য ষাটের দশকে হরি-টেকা নদীর অভয়নগর উপজেলার ভবদহ নামক স্থানে ২১-ভেন্ট ও পরবর্তীকালে ৯ ভেন্ট-এর জলদ্বার (Sluice) নির্মাণ করা হয়। আশির দশক পর্যন্ত ভবদহ জলদ্বার (Sluice)-এর সুফল ভালোভাবে পাওয়া যায়। সত্তর দশকের পর হইতে এই অঞ্চলের নদীগুলির মূল পানি-প্রবাহ পদ্মা নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাগর-বাহিত পলি উজানের দিকের নদী ও খালের তলদেশে নিক্ষেপিত হইতে থাকে। এই কারণে শুষ্ক মৌসুমে ভদ্রা-তেলিগাতি নদীর মাধ্যমে সাগর হইতে প্রচুর পলি পানিবাহিত হইয়া হরি, টেকা, মুক্তেশ্বরী নদী ও আপার ভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী ও সংযুক্ত খালগুলির তলদেশে পুঞ্জিভূত হইয়া ভরাট হইয়া যায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলায় একই কারণে জলাবদ্ধতা হয়। যশোর জেলার ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা দূর করিতে স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কেশবপুর উপজেলার বিল ভায়নায় 'জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment)' পদ্ধতিতে কার্যক্রম শুরু করে। ফলে নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক থাকে। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অন্যান্য বিলে বাস্তবায়ন করিতে না পারায় আবার জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানির সহজ প্রাপ্যতায় ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনসাধারণ মৎস্যঘের স্থাপনপূর্বক চিংড়ি ও স্বাদু পানির মৎস্য চাষ আরম্ভ করে এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ভবদহ এলাকায় ঘের স্থাপন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। কিন্তু নদী ও খাল ভরাট হইয়া যাইবার কারণে এই ঘেরের পানি নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ফলে ঘের এলাকার সমগ্র অঞ্চল বৃষ্টির সময় প্লাবিত হইয়া জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে এবং মৎস্য চাষ ব্যহত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা প্রণীত হইল—

০১। **শিরোনাম**—এই নীতিমালা ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

০২। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাইবে—

২.১ 'অভয়াশ্রম' অর্থ নদী অথবা বিলের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান যে স্থানে বৎসরের সকল সময় অথবা নির্ধারিত সময় মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ;

২.২ 'আবেদনপত্র' অর্থ এই নীতিমালার সহিত সংযুক্ত ঘের স্থাপনের নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র অথবা নিবন্ধন নবায়নের জন্য আবেদনপত্র;

২.৩ 'ঘের' অর্থ মৎস্যচাষের নিমিত্ত চারিদিকে বেড়ি দেওয়া সৃষ্ট জলাবদ্ধ ভূমি;

২.৪ 'ঘের মালিক অথবা ঘের চাষি' অর্থ যে ভূমিতে ঘের স্থাপিত হইয়াছে তাহার মালিক অথবা মালিকের নিকট হইতে ইজারা (Lease)-মূলে ঘের স্থাপনের জন্য ইজারাগ্রহীতা;

২.৫ 'জলাবদ্ধতা' অর্থ জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এইরূপ কোনো স্থানে পানি জমিয়া থাকা অবস্থা;

২.৬ 'ফি' অর্থ এই নীতিমালার অধীন ঘের নিবন্ধন অথবা নবায়ন ফি বাবদ সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ;

২.৭ 'বিল' অর্থ বৎসরের অধিকাংশ সময় যে স্থানে পানি জমা থাকে অথবা যাহা স্বত্বলিপিতে বিল শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত ভূমি;

২.৮ 'ভবদহ' অর্থ যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার মুক্তেশ্বরী, টেকাহরি ও আপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী দ্বারা বেষ্টিত এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা;

২.৯ 'মৎস্যজীবী সংগঠন অথবা সমবায় সমিতি' অর্থ স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তর অথবা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন অথবা সমিতি;

২.১০ 'নবায়ন' অর্থ এই নীতিমালার অধীন নিবন্ধনকৃত ঘেরের অনুমোদিত মেয়াদের বর্ধিত মেয়াদ;

২.১১ 'নিবন্ধন' অর্থ এই নীতিমালার অধীন কেবল ঘের নিবন্ধন প্রক্রিয়া;

২.১২ 'নিবন্ধন কর্মকর্তা' অর্থ এই নীতিমালার অধীন উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা;

২.১৩ 'সরকারি জমি অথবা খাল অথবা নদী' অর্থ সরকারি খাস জমি, রাস্তা, খাল, পুকুর, নদী অথবা যে-কোনো জলমহাল অথবা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি;

২.১৪ 'সমন্বিত কৃষি-মৎস্যচাষ' অর্থ কৃষির পাশাপাশি কৃষি জমিতে মৎস্যচাষ ও উৎপাদন এবং মৎস্যচাষ স্থাপনা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি আবাদ;

২.১৫ 'ক্ষতিপূরণ' অর্থ জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Management) বাস্তবায়নের জন্য হুকুমদখলকৃত ভূমির মালিককে সরকার প্রদত্ত অর্থ; এবং

২.১৬ 'জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Management)' অর্থ নদীর জোয়ারভাটার পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে ড্রেজিং দ্বারা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ এবং পানিবাহিত পলি কোনো বিলে অথবা জলাভূমিতে স্থানান্তর ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া।

০৩। নীতিমালার উদ্দেশ্য—

৩.১ জলাবদ্ধতা নিরসনপূর্বক পরিকল্পিতভাবে মৎস্যঘের স্থাপন;

৩.২ চিংড়ি ও স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;

৩.৩ মৎস্য চাষের পাশাপাশি বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমন্বিত কৃষি-মৎস্যচাষ নিশ্চিতকরণ;

৩.৪ সরকারি খাল, নদী ও জমি অবৈধ দখল হইতে উদ্ধারপূর্বক খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ;

৩.৫ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন; এবং

৩.৬ ভবদহ এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা।

০৪। নীতিমালার প্রযোজ্যতা—

৪.১ যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলা এবং খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলাস্থ ভবদহ এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে;

৪.২ ভবদহ এলাকার ঘেরমালিক, মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী সংগঠন অথবা সমিতি, কৃষক এবং কৃষক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; এবং

৪.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত 'জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮' এবং এই মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৮/২০১৪ তারিখের নং-৩৩.০১.০০.০০০০.১২৭.০২.০০৩.১৩ (অংশ-১)-১৮৭-মূলে জারিকৃত 'জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪'-এর সহিত কোনো বিষয়ে সাংঘর্ষিক হইলে সেইক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রাধান্য পাইবে।

০৫। ঘের নিবন্ধন (Registration)—

৫.১ মৎস্যঘের করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অথবা নিবন্ধন কর্মকর্তার দপ্তর হইতে উপজেলা মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে নিবন্ধন নিতে হইবে এবং নিবন্ধন ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রযোজ্য হইবে;

৫.২ নিবন্ধনের মেয়াদ নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে এবং মেয়াদ-উত্তীর্ণের পূর্বে নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে এবং নবায়নের মেয়াদও ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে;

৫.৩ ঘের নিবন্ধন নবায়ন ফি ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং সমবায়ভিত্তিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করিতে হইবে;

৫.৪ ঘের নিবন্ধন ফি, নবায়ন ফি অথবা জরিমানা বাবদ অর্থ নগদে গ্রহণ করা যাইবে না; এই বাবদ অর্থ ঘের মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতা চালানের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের বিপরীতে 'কোড নং ১-৪৪৩১-০০০০-২৬৮১ বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি' খাতে জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূলকপি আবেদনপত্রের সহিত জমা দিতে হইবে;

৫.৫ নিবন্ধন ও নবায়ন ফি-এর উপর বিধি অনুসারে ভ্যাট আদায় প্রযোজ্য হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জমা প্রদান করিবেন;

৫.৬ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে (নীতিমালায় উল্লিখিত ছকে) 'উপজেলা মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর অনুমোদনক্রমে নিবন্ধন কর্মকর্তা ঘেরের নিবন্ধন প্রদানপূর্বক একটি নম্বর দিবেন;

৫.৭ ঘের স্থাপনের পর নীতিমালা ভঙ্গ করিলে নিবন্ধন কর্মকর্তা 'উপজেলা মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর অনুমোদনক্রমে নিবন্ধন বাতিল করিবেন; এবং

৫.৮ ঘের নিবন্ধনপ্রাপ্ত মালিক মৃত্যুবরণ করিলে অথবা সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া গেলে তাহার স্ত্রী/স্বামী/উত্তরাধিকারিগণ নিবন্ধন-অনুযায়ী মালিকানা প্রাপ্ত হইবেন।

০৬। জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিকল্পিতভাবে মৎস্যঘের স্থাপনের কৌশল—

৬.১ যত্রতত্র অর্থাৎ সরকারি খাল, সরকারি জমি, নদীর পাড় ও নদীর মধ্যে ঘের স্থাপন করা যাইবে না;

৬.২ প্রতিটি ঘেরের আয়তন সর্বোচ্চ ১৫ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, তবে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ হেক্টর হইবে;

৬.৩ ঘের স্থাপন করিতে হইলে মালিককে ঘেরের চারিদিকে স্বীয় খরচে বাঁধ অথবা পাড় তৈরি করিতে হইবে;

৬.৪ ঘেরের বাঁধের সহিত সরকারি রাস্তা থাকিলে ঘেরের বাঁধের উচ্চতা সরকারি রাস্তা হইতে কম হইতে হইবে;

৬.৫ পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রত্যেক মালিককে ঘেরের বাঁধ অথবা পাড়ের বাহিরে অন্যূন ২.৫ ফুট করিয়া জায়গা ছাড়িতে হইবে, অর্থাৎ উভয় ঘেরের পাড়ের মধ্যখানে অন্যূন ৫ ফুট জায়গা থাকিবে যাহা পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং ঘেরের পাড়ের উপরিভাগে ন্যূনতম ৩ ফুট চওড়া বাঁধ থাকিতে হইবে;

৬.৬ সরকারি রাস্তা, স্থাপনা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ি বাঁধকে ঘেরের বাঁধ অথবা পাড় হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না এবং পানি নিষ্কাশনে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; ঘেরের চারিদিকে পানি নিষ্কাশনের খালে কচুরিপানা জন্মাইলে ঘেরমালিক কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে অপসারণ করিতে হইবে;

৬.৭ মৎস্যঘের বাঁধে ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা ঘের মালিককে করিতে হইবে;

৬.৮ মৎস্যঘের স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না এবং পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো স্থায়ী জলদ্বার (Sluice) নির্মাণ করা যাইবে না;

৬.৯ সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঘের স্থাপন করিতে হইলে জমির শতভাগ মালিকের লিখিত সম্মতি থাকিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে কোনো বিরোধ দেখা দিলে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইতে পারিবে; এবং

৬.১০ মৎস্যঘের ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটে 'কোড নং ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৯৮ বিশেষ ব্যয়' খাতে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিবে এবং উক্ত বরাদ্দ হইতে মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যাইবে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

০৭। **চিংড়ি ও স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদনকৌশল—**

৭.১ আমদানিনিষিদ্ধ মৎস্য অথবা নিষিদ্ধ ঘোষিত মৎস্য প্রজাতি অথবা যেসকল মৎস্য দ্রুত ভূমি ক্ষয়ের জন্য দায়ী যেমন, কমন কার্প, মিরর কার্প মৎস্য অথবা সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে-কোনো নিষিদ্ধ মৎস্য ঘেরে চাষ করা যাইবে না;

৭.২ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এইরূপ কোনো অপদ্রব্য অথবা বর্জ্য মৎস্যের খাবার অথবা ঘেরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অথবা অন্য কোনো কারণে ব্যবহার করা যাইবে না;

৭.৩ মৎস্যঘেরের খাবার মানসম্মত হইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিয়মিত বাজারে মৎস্যের খাদ্যের মান পরীক্ষা অথবা পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন;

৭.৪ রোগমুক্ত মৎস্যের পোনাপ্রাপ্তির জন্য সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিয়মিত উক্ত এলাকার মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র (Hatchery) ও পোনাবাজার পরিদর্শন এবং তদারক করিবেন;

৭.৫ ভবদহ এলাকায় মৎস্যের পোনা আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘেরমালিক অথবা ইজারাগ্রহীতাগণ যাহাতে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন সেই বিষয়ে জেলা ও থানা পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে;

৭.৬ উপজেলা কমিটির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিধি অনুসারে মৎস্য অধিদপ্তর ভবদহ এলাকায় প্রবাহিত নদীর উপযুক্ত স্থানে অভয়াশ্রম ঘোষণা করিবে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অভয়াশ্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন;

৭.৭ মৎস্যঘেরে লবণাক্ত অথবা স্বাদু পানি প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, জলদ্বার (Sluice) ইত্যাদি অবকাঠামোর কোনো ক্ষতি করা যাইবে না;

৭.৮ ভবদহ এলাকায় কেবল নিবন্ধনপ্রাপ্ত ঘেরের মালিক মৎস্যচাষের জন্য ব্যাংক ঋণ ও আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং নিবন্ধনবিহীন ও বাতিলকৃত ঘেরের মালিক ও ইজারাগ্রহীতাগণ মৎস্যচাষের জন্য ব্যাংক ঋণ ও আয়কর রেয়াত সুবিধা পাইবেন না;

৭.৯ ঘের তৈরি, মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব (Eco-friendly) প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে; এবং

৭.১০ নিবন্ধনবিহীন এবং বাতিলকৃত নিবন্ধন ঘেরের মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতা মৎস্যচাষ ও কৃষিকার্যের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর হইতে কোনো সরকারি সহায়তা পাইবেন না।

০৮। ঘের এলাকার সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষকৌশল—

৮.১ ঘেরে মৎস্য ও সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষ করিতে হইবে;

৮.২ ধান ও মৎস্য পর্যায়ক্রমে উৎপাদনের জন্য বোরো মৌসুম শুরুর পূর্বে ঘেরের জমি ধানচাষের উপযোগী করিতে হইবে এবং ঘেরের মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতা ধানচাষের পূর্বে ঘেরের পানি স্বীয় খরচে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিবেন;

৮.৩ ধানচাষের জন্য ঘেরমালিক উপযুক্ত সময় অর্থাৎ উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ইজারা গৃহীত জমি অবমুক্ত করিয়া দিবেন;

৮.৪ মৎস্য অথবা চিংড়িচাষের ক্ষেত্রে মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতা উন্নত সম্প্রসারণ হইতে আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির প্রযুক্তি স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করিবেন;

৮.৫ মৎস্যচাষ ব্যাহত না করিয়া শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্যপর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান করিবে; এবং

৮.৬ মৎস্য ও কৃষিচাষে উত্তম চাষ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা [উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Acquaculture Practice), প্রক্রিয়াজাত সংকট নির্ধারণ এবং এর প্রতিটি ধাপের নিয়ন্ত্রণ (Hazard Analysis Critical Control Point), উত্তম রেণু উৎপাদন অনুশীলন (Good Hatchery Practice), উত্তম স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন (Good Hygiene Practice) ও শনাক্তকরণ যোগ্যতা (Traceability)] নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

০৯। সরকারি খাল, নদী ও জমি অবৈধ দখল হইতে উদ্ধারকৌশল—

৯.১ ভবদহ এলাকায় প্রবহমান নদী, শাখা নদী, খাল ও সরকারি খাসজমি ইজারা অথবা বন্দোবস্ত লইয়া যেসকল ঘের স্থাপন করা হইয়াছে সেইসমস্ত ইজারা অথবা বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক অপসারণ করিয়া পানির প্রবাহ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

৯.২ যেসকল ঘেরমালিক প্রবহমান নদী, শাখা-নদী, খাল ও সরকারি খাসজমি দখলপূর্বক ঘের স্থাপন করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উপজেলা কমিটি উক্ত মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতার অন্য ঘেরের (যদি থাকে) নিবন্ধন বাতিল করিবে; এবং

৯.৩ নদী অথবা খাল অবৈধ ইজারা অথবা অবৈধ বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়ার সহিত যেসকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত হইবেন তাহাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 'সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫' অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। ভবদহ এলাকার খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ কৌশল—

১০.১ ভবদহ এলাকার খালগুলি দখলমুক্ত করিয়া নদীর সহিত পুনঃসংযুক্ত করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিএডিসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১০.২ নদীতে জমা হওয়া পলি ও ভরাট খাল খনন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালু রাখিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১০.৩ পানি নিষ্কাশন চালু রাখিবার জন্য ভবদহ এলাকায় নদী ও খালের উপর নির্মিত সেতুর নিম্নের কনক্রিট পাটাতন খাল অথবা নদীর গভীরতার চাইতে অধিক উঁচু হইবে না এবং বর্তমানে নির্মিত সেতুর নিম্নের কনক্রিট পাটাতন খাল অথবা নদীর তলার চাইতে উঁচুতে থাকিলে তাহা সংস্কার করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১০.৪ বিদ্যমান সেতু অথবা নির্মিতব্য সেতুর নিম্নের প্রবাহ এলাকা নদী অথবা খালের প্রবাহ এলাকার কম প্রস্থবিশিষ্ট রাখা যাইবে না এবং এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১০.৫ বিশেষ এলাকা বিবেচনায় নদী ও খাল খননকার্য বৎসরের মার্চ মাসের পূর্বেই সমাপ্ত করিতে হইবে এবং মার্চ মাসের পর কোনো খননকার্যের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না;

১০.৬ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) পদ্ধতি অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) স্থান নির্বাচনের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্ধারণপূর্বক 'ভবদহ এলাকার মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'-কে অবহিত করিবে;

১০.৭ জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) পদ্ধতি চালুর জন্য নির্বাচিত বিলের সম্পূর্ণ জায়গা প্রকল্পভুক্ত হইবে এবং জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) এলাকায় ও নদীর মধ্যে কোনো ঘের স্থাপন করা যাইবে না;

১০.৮ জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) পদ্ধতি চালুর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ক্ষতিপূরণের টাকা সহজে ও সরাসরি প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসন মাঠপর্যায়ে চেক বিতরণের ব্যবস্থা করিবে;

১০.৯ জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) সমাপ্তির পর সংযোগ খাল পানি উন্নয়ন বোর্ড স্বীয় ব্যয়ে ভরাট করিয়া দিবে;

১০.১০ ভবদহ এলাকার বন্ধ হওয়া পয়ঃপ্রণালি ও কালভার্ট সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কর্তৃক সংস্কারপূর্বক পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিবে;

১০.১১ খাল ও নদীর পানির প্রবাহ নিষ্কাশন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় জলদ্বার (Sluice) স্থাপন করিতে হইবে এবং অকেজো জলদ্বার (Sluice) মেরামত অথবা সংস্কার করিয়া চালুর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

১০.১২ ভবদহ এলাকার নদীতে স্থাপিত জলদ্বারগুলির অপারেশন কার্যক্রম ভালোভাবে চলিতেছে কি না সেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারক করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবে;

১০.১৩ মৎস্যঘেরের কারণে কোনো ধরনের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করা যাইবে না এবং ঘেরের পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঘেরের মালিক অথবা ইজারাগ্রহীতা গ্রহণ করিবেন;

১০.১৪ ভবদহ এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত জীবাণুমুক্ত (Sanitary) ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং খাল ও নদীর উপর ঝুলন্ত শৌচাগার স্থাপন করা যাইবে না;

১০.১৫ পানির প্রবাহ এলাকায় কোনো বক্সকালভার্ট নির্মাণ করা যাইবে না;

১০.১৬ জাতীয় পানি নীতির অনুচ্ছেদ ৪.৯ (ঘ) অনুযায়ী বাঁওড়, হাওড়, বিল, রাস্তার পাশে বরো-পিট প্রভৃতির মতো জলাশয় যতখানি সম্ভব মৎস্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ এবং এই সমস্ত জলাশয়ের সহিত নদীর বারোমেসে যোগযোগ অব্যাহত রাখিবে; এবং

১০.১৭ জাতীয় পানি নীতির অনুচ্ছেদ ৪.৯ (ঙ) অনুযায়ী পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনোভাবেই মৎস্য চলাচল বিঘ্নিত করিবে না; বরং মৎস্যের অভিবাসন ও প্রজনন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধা সৃষ্টি করিবে।

ভবদহ এলাকার মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি, যশোর/খুলনা

(স্ব স্ব জেলার জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	জেলা প্রশাসক, যশোর/খুলনা	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার, যশোর/খুলনা	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর/খুলনা	সদস্য
৪	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া	সদস্য
৫	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর/খুলনা	সদস্য
৬	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর/খুলনা	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া	সদস্য
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, যশোর/খুলনা	সদস্য
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর/খুলনা	সদস্য
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর/খুলনা	সদস্য
১১	সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্যচাষি অথবা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রতিনিধি-৩ জন (জেলা প্রশাসক, যশোর/খুলনা কর্তৃক প্রতি উপজেলা হইতে ১ জন করিয়া মনোনীত)	সদস্য
১২	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর/খুলনা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি—

১ উপজেলাপর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও দিক্‌নির্দেশনা প্রদান;

২ ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও মৎস্যচাষের বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

৩ জোয়ারভাটাপ্রবণ নদী ব্যবস্থাপনা (Tidal River Managment) স্থাপনের ফলে ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান;

৪ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে ব্যত্যয় হইলে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫ ভবদহ এলাকায় নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যপ্রাপ্তি, রোগমুক্ত পোনামৎস্য সরবরাহ এবং উৎপাদিত মৎস্য পাইকারি ও খুচরা বাজারে বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

৬ উপজেলাপর্যায়ে অনিষ্পন্ন বিষয়াদি অথবা দয়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি করা এবং আন্তঃজেলা কোনো বিরোধ থাকিলে তাহা সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনার নিকট প্রেরণ;

৭ জেলা কমিটি কর্তৃক বৎসরে অন্যূন দুইটি সভার আয়োজন;

৮ নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতিসংবলিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে (প্রতিবৎসর জানুয়ারিতে) প্রেরণ; এবং

৯ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় নথি ও তথ্যভান্ডার সংরক্ষিত থাকিবে এবং তিনি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

উপজেলা মৎস্যঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

(মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া)

(স্ব স্ব উপজেলার জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৪	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৮	উপজেলা পর্যায়ের পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	উপজেলা পর্যায়ের সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
১০	উপজেলা পর্যায়ের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১২	মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রতিনিধি-২ জন (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৩	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি—

১ নীতিমালার অধীন মৎস্যঘের স্থাপনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই;

২ প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান;

৩ নিবন্ধিত মৎস্যঘেরের ডেটাবেজ প্রস্তুত করা ও হালনাগাদকরণ;

৪ নিবন্ধিত ঘেরমালিক, মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও মৎস্যের পোনা সংগ্রহকারীদের উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৫ উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যপ্রাপ্তি ও রোগমুক্ত পোনামৎস্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান;

৬ কোনো মৎস্যঘের মালিক নীতিমালা লঙ্ঘন করিলে তাহার নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭ মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে GAP, HACCP, GHP এবং শনাক্তকরণ যোগ্যতা (Traceability) অনুসরণ করা হইতেছে কি না তাহা পরিবীক্ষণ;

৮ মৎস্যের অভয়াশ্রম ঘোষণা করিবার প্রস্তাব চূড়ান্ত করিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ;

৯ উপজেলাপর্যায়ে উৎপাদিত সকল প্রকারের মৎস্য পাইকারি ও খুচরা বাজারে নিরাপদে বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

১০ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা (যদি থাকে) এবং কোনো বিষয় নিষ্পত্তি করা না গেলে উহা জেলা কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ;

১১ ভবদহ এলাকার মৎস্যঘের ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হইতে ৪৮৯৮ বিশেষ ব্যয়খাতে বরাদ্দকৃত অর্থব্যয়ের অনুমোদন প্রদান;

১২ উপজেলা কমিটি কর্তৃক বৎসরে তিন মাস অন্তর অন্তর সভার আয়োজন এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ; এবং

১৩ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে জ্যেষ্ঠ/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় নথি ও তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ এবং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

ঘের নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম

ছবি

বরাবর

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া

(১) আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন/সমিতি-এর নাম :

(ক) পিতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) :

(খ) মাতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) :

(২) জাতীয় পরিচয়পত্র নং (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) :

(৩) মোবাইল নং :

(৪) ঠিকানা :

(ক) গ্রাম— (খ) ইউনিয়ন—

(গ) ডাকঘর— (ঘ) উপজেলা—

(ঙ) জেলা—

(৫) ঘের অথবা জলাশয়ের তপশিল :

(ক) জেলার নাম— (খ) উপজেলার নাম—

(গ) মৌজার নাম— (ঘ) জেএল নং—

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির শ্রেণি

(৬) সংগঠন অথবা সমিতির নিবন্ধন নং ও তারিখ—

(নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৭) সংগঠন অথবা সমিতির ক্ষেত্রে সংগঠন অথবা সমিতির গঠনতন্ত্র সংযুক্ত :

(৮) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং মৎস্যঘের স্থাপনের সিদ্ধান্তসংবলিত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত :

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৯) সংগঠন অথবা সমিতির সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ আলাদা পৃষ্ঠায়) সংযুক্ত :

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১০) মৎস্যচাষের জন্য প্রণীত বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা সংযুক্ত :

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১১) ইতঃপূর্বে মৎস্যচাষের জন্য ইজারা চুক্তি হইয়াছে কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১২) মৎস্যচাষের জন্য ইজারা চুক্তি হইয়া থাকিলে ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া রহিয়াছে কি না?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১৩) ইজারাগ্রহীতার ক্ষেত্রে ভূমি মালিকের সম্মতিপত্র রহিয়াছে কি না?

(১৪) আবেদন ফি : ------------------------------ টাকা (মূল চালানের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)।

চালান নং- তারিখ : ব্যাংকের নাম :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে উপরে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথ। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে 'ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৮' যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব ও নীতিমালার কোনো ব্যত্যয় হইলে কর্তৃপক্ষ আমার অথবা আমাদের ঘের নিবন্ধন বাতিল এবং আমার অথবা আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। উক্ত ভূমি অথবা জলাশয়ে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মৎস্যচাষের নিমিত্ত ঘের স্থাপনের জন্য আমার অথবা আমাদের অনুকূলে নিবন্ধনের আবেদন করিতেছি।

সংযুক্তি :--------------ফর্দ

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও
সিল (যদি থাকে)

ঘের নিবন্ধন (Registration) নবায়নের আবেদন ফর্ম

বরাবর

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া

(১) আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন/সমিতি-এর নাম :

(ক) পিতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) :

(খ) মাতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) :

(২) জাতীয় পরিচয়পত্র নং (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)-

(৩) মোবাইল নং-

(৪) ঠিকানা :

(ক) গ্রাম — (খ) ইউনিয়ন—

(গ) ডাকঘর— (ঘ) উপজেলা—

(ঙ) জেলা—

(৫) ঘের নিবন্ধন নং ও তারিখ (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(৬) নিবন্ধনের মেয়াদ : --------------------------- তারিখ হইতে --------------------------- তারিখ পর্যন্ত

(৭) ঘের অথবা জলাশয়ের তপশিল :

(ক) জেলার নাম : (খ) উপজেলার নাম :

(গ) মৌজার নাম : (ঘ) জেএল নং :

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির শ্রেণি

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৮) নিবন্ধনের মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ :

(৯) যথাসময়ে নিবন্ধন নবায়ন করা না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ :

(১০) নবায়ন ফি : ------------------------------ টাকা

(চালানের মূলকপি সংযুক্ত করিতে হইবে)।

চালান নং- তারিখ : ব্যাংকের নাম :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে উপরে বর্ণিত সকল তথ্য যথাযথ। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে 'ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৮' যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব ও নীতিমালার কোনো ব্যত্যয় হইলে কর্তৃপক্ষ আমার অথবা আমাদের ঘের নিবন্ধন বাতিল এবং আমার অথবা আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। উক্ত ভূমি অথবা জলাশয়ে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মৎস্যচাষের নিমিত্ত ঘের স্থাপনের জন্য আমার অথবা আমাদের অনুকূলে নিবন্ধন নবায়নের আবেদন করিতেছি।

সংযুক্তি :--------------ফর্দ

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও
সিল (যদি থাকে)

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

অভয়নগর/মনিরামপুর/কেশবপুর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া উপজেলা

জেলা-যশোর/খুলনা

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব যাচাই করিয়া যথার্থতা পাইয়াছেন। আবেদনকারী নীতিমালা অনুসরণ করিয়া ঘের স্থাপন করিয়াছেন এবং 'ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৮' মানিয়া চলিতেছেন। উপজেলা কমিটির------------তারিখের সভায় ঘেরটির নিবন্ধন নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী --------নং ঘের ---------তারিখ হইতে ---------- তারিখ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন অনুমোদন করা হইল।

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর
(সিলসহ তারিখ)

কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর
(সিলসহ তারিখ)

বাঃসঃমু-২০৮২ কম(বি-৬)/২০১৮-১৯—১,৫০০ বই, ২০১৯।